ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স -১১২৯
আগরতলা, ১৫ আগষ্ট,২০১৯

রাজ্যে আরও দু'টি নতুন হাসপাতাল করা হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে আরও দু'টি নতুন হাসপাতাল তৈরি করা হবে। এরমধ্যে একটি হবে চক্ষু হাসপাতাল এবং অপরটি হবে শিশুরোগীদের জন্য হাসপাতাল। আগরতলার পুরানো জেলখানার যে স্থানটি রয়েছে তারপাশে এই দুটি হাসপাতাল তৈরি করা হবে। আজ ৭৩তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে কৃষ্ণনগরের সংহতি ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান, মরনোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান, আধারকার্ড নিবন্ধীকরণ এবং অনলাইন বিবাহ নিবন্ধীকরণ শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই ঘোষণা দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বহু মানুষের চোখের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিনামূল্যে চক্ষু শিবিরের মাধ্যমে রাজ্যের জনগণের চক্ষু পরীক্ষা করা হবে এবং যাদের চোখের সমস্যা থাকবে তাদের সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হবে। রাজ্য সরকার আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ এবং টি এস আরের কনস্টেবল/রাইফেলম্যান, হেড কনস্টেবল/হাবিলদার পদমর্যাদাভুক্ত জওয়ান ও কর্মীদের সন্তানদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে শীর্ষ স্থানাধীকারীদেরকে মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার প্রদান করা হবে। রাজ্যস্তরে মাধ্যমিকের তিনজন এবং উচ্চমাধ্যামিকের তিনজন করে মোট ৬জন কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এই পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হবে। ১ম, ২য় এবং ৩য় পুরস্কারের নগদ অর্থমূল্য যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা, ৯ হাজার টাকা এবং ৮ হাজার টাকা। প্রতিটি জেলাতেও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের দুইজন করে স্থানাধিকারীদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা সময় ত্রিপুরায় বেশি বেকার রয়েছে বলে বদনাম করা হতো। রাজ্য সরকার একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করেছে। এর মাধ্যমে দেখা গেছে যে বর্তমানে রাজ্যে মোট বেকারের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৮ জন। নতুন সরকার আসার পর বহু বেকার ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে স্বরোজগারী হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে একটি স্বনির্ভর রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে চায়। বর্তমানে রাজ্যের রাজস্ব আয়ও বেড়ে হয়েছে ২৬%। যা বিগত সরকারের আমলে ছিল মাত্র ৯.৮ শতাংশ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে অটল জলধারা মিশন নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। ২০২২ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই এখন পর্যন্ত ৩০ হাজার পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়নে রাজ্য সরকার ৯৪০ কোটি টাকা ব্যয় করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

২য় পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রক আসন্ন দূর্গাপূজায় রাজ্যের জন্য ৪টি ডেমো লোকাল ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরমধ্যে ৩টি চলবে আগরতলা-সাব্রুম রেলপথে এবং ১টি চলবে সাব্রুম-ধর্মনগর রেলপথে। রাজ্যবাসীর সুবিধার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের নতুন সরকার মহিলা সশক্তিকরণের উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এই লক্ষ্যে পুলিশে চাকুরি ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রয়াসের ফলে রাজ্যে মহিলা নির্যাতনও হ্রাস পেয়েছে। চাকুরি প্রদানের ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার স্বচ্ছ নিয়োগনীতি প্রনয়ন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাগুলি রক্তদানের মতো সামাজিক কর্মসূচিগুলি নিয়মিত করছে। এর পাশাপাশি রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মতো সামাজিক কর্মসূচিও নিতে ক্লাবগুলির প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে নাগীছড়াস্থিত কাঠিয়াবাবা আশ্রমের মহন্ত সদানন্দ দাস কাঠিয়াবাবা মহারাজ বলেন, মানুষের জীবনের বড় কাজ হল কর্ম করা। কর্মের উপরই দেশ ও রাজ্যের উন্নয়ন নির্ভর করে। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও কর্মের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত, আগরতলা পুর নিগমের পারিষদ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং সংহতি ক্লাবের সম্পাদক দীপক মজুমদার। আজকের এই শিবিরের ১০ জন মরনোত্তর দেহদান এবং ৯ জন মরনোত্তর চক্ষুদান করেন। এছাড়াও দু'জন দম্পতি অনলাইনে বিবাহ নিবন্ধীকরণ করেন।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে সংহতি ক্লাব আয়োজিত প্রয়াত রত্না মজুমদার স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের বিজয়ীদের অনুষ্ঠান মঞ্চে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিগণ।

*****